প্রশিক্ষণ দেই
দক্ষতা বাড়াই

কারচুপি ও জরি চুমকি বিষয়ক
হ্যান্ডবুক

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
কমনওয়েলথ অব লার্নিং

প্রশিক্ষণ দেই
দক্ষতা বাড়াই

হ্যান্ডবুক
কারচুপি ও জরি চুমকি

নব্য সাক্ষর ও সীমিত সাক্ষর যুবক ও যুবা নারীদের জন্য জীবিকাদক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ উপকরণ

রচনা

মোঃ আবু তাহের
মোঃ জহিরুল আলম ভুঁইয়া

সম্পাদনা

শাহনেওয়াজ খান
মোঃ আব্দুছ ছাদেক

ডিজাইন

এটিএম ফরহাদ পিন্টু

Commonwealth of Learning 2015

© Commonwealth of Learning

This publication is made available under a Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Licence (International): http://creativecommons.org/licences/by-sa/3.0

For the avoidance of doubt, by applying this licence the Commonwealth of Learning does not waive any privileages or immunities from claims that they may be entitled to assert, nor does the Commonwealth of Learning submititself to the jurisdiction, court, legal processes or laws of any jurisdiction.

'Handbook on Katchupi and Jori chumki' A Training Material for livelihood skills training designed for neo-literates and persons having limited reading skills, developed by Center for International Education and Development (CINED) and published by Dhaka Ahsania Mission with support from Commonwealth of Learning (COL).

ভূমিকা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন তার উন্নয়ন যাত্রার শুরু থেকেই শিক্ষা ও দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন জনগোষ্টির জন্য চাহিদা মাফিক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম এবং দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির জন্য দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠীর চাহিদা অনুযায়ী ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন একের পর এক তৈরি করে আসছে নানা ধরণ ও প্রকারের মৌলিক ও অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ এবং দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ উপকরণ। বর্তমানে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রয়েছে চারশত এরও অধিক টাইটেলের মৌলিক ও অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ ।

এরই ধারাবহিকতায় ২০০২-২০০৩ সালে উন্নীত হয় দক্ষতা ও আয়বৃদ্ধিমূলক ২১টি বইয়ের একটি সিরিজ। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে গার্মেন্টস কর্মীদের জন্য উন্নীত হয় আরো ৩টি উপকরণ। ২০১২-১৩ সালে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের 'সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট' (CINED) "কাজ করি জীবন গড়ি" এই শিরোনামে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ উপকরণের আরও একটি সিরিজ উন্নয়ন করে। এই সিরিজে ৫টি বিষয়ে ৫টি বুকলেট ও ৫টি এ্যনিমেশন ভিডিও উন্নয়ন করা হয়।

আমরা জানি, সাক্ষরতা দক্ষতার ঘাটতির কারনে বাংলাদেশের স্বল্প সাক্ষরতা দক্ষতা সম্পন্ন অসংখ্য নারী পুরুষ দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে পারেন না। এই ঘাটতি পুরনে বাংলাদেশে স্বীকৃত কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পাশাপাশি অসংখ্য বেসরকারি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এই ধরণের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি দেশের এক বিরাট সংখ্যক নারী পুরুষকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে যাচ্ছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি অনেক সময় নির্দিষ্ট কারিকুলাম ও প্রয়োজনীয় উপকরণ ছাড়াই প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এর ফলে প্রশিক্ষণার্থীগণ নির্ধারিত যোগ্যতা (Competency) অর্জন করতে ব্যর্থ হন।

এই বিষয়টি বিবেচনায় রেখে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের 'সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট' (CINED) বর্তমান চাহিদার ভিত্তিতে তিনটি বিষয়ের উপর তিনটি কোর্সের একটি সিরিজ উন্নয়ন করেছে। বিষয়গুলি হলো ১. গার্মেন্টস মেশিন অপারেশন ২.বিউটি কেয়ার ৩.কারচুপি ও জরি চুমকি। প্রতিটি কোর্সের সময়কাল হল ৩ মাস বা ৭২ কর্ম দিবস। প্রতিদিন ৪ ঘণ্টা করে মোট সময় ২৮৮ ঘণ্টা। প্রতিটি কোর্স উপকরণের মধ্যে আছে প্রশিক্ষণের জন্য একটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য একটি হ্যান্ডবুক এবং প্রশিক্ষণ পরিচালনায় সহায়তার জন্য সেশন ভিত্তিক ভিডিও ক্লিপ। দক্ষতা ভিত্তিক এই তিনটি কোর্সের উপকরণসমূহ ডিভিডি-তে এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। যে কেউ ওয়েবসাইট থেকে বিনামূল্যে এই তিনটি কোর্সের সকল উপকরণ সংগ্রহ করতে পারবেন।

আমরা আশা করি প্রশিক্ষকগণ উপরোক্ত উপকরণগুলো ব্যবহার করে নির্ধারিত বিষয়ে সফলতার সাথে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করতে পারবেন। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণেও এই সিরিজের উপকরণগুলি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হবে বলে আমরা আশা করি। প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণের সাথে সাথে ভিডিও ক্লিপ দেখে কাজটির প্রক্রিয়া ভালভাবে রপ্ত করতে পারবেন এবং হ্যান্ডবুক থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী পড়ে বুঝে নিতে পারবেন।

"কারচুপি ও জরি-চুমকী" হ্যান্ডবুকটি এই সিরিজের একটি হ্যান্ডবুক। এই সিরিজের অন্য হ্যান্ডবুক গুলো হল- গার্মেন্টস মেশিন অপারেশন এবং বিউটি কেয়ার। "কারচুপি ও জরি-চুমকী" হ্যান্ডবুকটিতে সংক্ষিপ্ত ও সহজ ভাবে কারচুপি ও জরি-চুমকী কাজের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই সিরিজের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, হ্যান্ডবুক ও ভিডিও ক্লিপগুলির পরিকল্পনা ও উন্নয়নে সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেছেন CINED এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব শাহনেওয়াজ খান। বুকলেটটি উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সিরিজটি উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা প্রদান করার জন্য আমরা কমনওয়েলথ অব লার্নিং (COL) এর নিকট আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

আমরা বিশ্বাস করি এই হ্যান্ডবুকটি পড়ে এবং এর তথ্যসমূহ কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের অগণিত বেকার নারী পুরুষ কারচুপি ও জরি-চুমকী ফ্যাক্টরীতে চাকরী করে অথবা স্বাধীনভাবে এই কাজ করে পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে পারবেন। এর ফলে তাদের জীবনমানের উন্নতি ঘটবে এবং তারা জাতীয় উন্নয়নে কার্যকর অবদান রাখতে পারবেন। এই সিরিজের হ্যান্ডবুকগুলো সম্পর্কে আপনাদের যে কোন পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে। সবাইকে শুভেচ্ছা।

কাজী রফিকুল আলম
সভাপতি
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

সূচিপত্র

ক্রমিক	অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	১	কারচুপি ও জরি-চুমকির কাজ	৫
২	২	নকশা বা ডিজাইন অংকন	৭
৩	৩	কাপড়ে নকশার ছাপ	৮
৪	৪	প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণ	৯
৫	৫	যন্ত্রপাতি ও উপকরণের ব্যবহার	১১
৬	৬	ফ্রেম, ছামছারা ও স্ট্যান্ড তৈরি	১৭
৭	৭	ফ্রেমে কাপড় আটকানো বা সেট করা	১৮
৮	৮	ব্যবহৃত টুল্‌স বা যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ	১৯
৯	৯	বিভিন্ন ধরনের সেলাই বা ফোঁড়	২০
১০	১০	বিভিন্ন ধরনের ফোঁড় দিয়ে গিট সেলাই	২২
১১	১১	নকশায় বিভিন্ন উপকরণ বসানো	২৪
১২	১২	শাড়ি, পাঞ্জাবি ও থ্রি-পিসে কারচুপির কাজ	২৬

কারচুপি
ও
জরি-চুমকির কাজ

রঙিন সুতা, চুমকি, পুঁতি ও পাথর দিয়ে পোশাকে নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়। এসব নকশা নানান রকম হয়। এই নকশা তৈরির কাজের প্রচলন মোঘল আমল থেকে। তখন রাজা ও রাজ পরিবারের সদস্যদের জন্য নানান নকশার পোশাক তৈরি হতো। সেসব পোশাকের নকশা করা হতো পুঁতি ও জরি-চুমকি দিয়ে। তখন এগুলো জোগাড় করা খুব সহজ ছিল না। সে সময় কাঠের তৈরি পুঁতির প্রচলন ছিল। এখন এ কাজের জন্য পুঁতি, জরি-চুমকিসহ নানান উপকরণ সহজেই পাওয়া যায়। পোশাকে আঁকা নকশায় রঙিন পুঁতি, জরি-চুমকি দিয়ে সাজানো কাজকে কারচুপি বলে।

আমাদের দেশের নারীরা ছোট ছোট হাত ফ্রেমে এই কাজটি করেন। এই হাত ফ্রেমকে সার্কুলার ফ্রেম বলে। হাত ফ্রেমে কাজ করতে অনেক সময় লাগে। বর্তমানে বড় ফ্রেমে ও নতুন ধরনের সুই দিয়ে এই কাজ করা হয়। এর ফলে অল্প সময়ে অনেক বেশি কাজ করা যায়। এখন বিভিন্ন রঙের সুতা, চুমকি, পুঁতি, পাথর ও ভলিয়ম দিয়ে এই কাজ করা হচ্ছে। মূলত বাণিজ্যিক ভাবে কাজের জন্য এই ধারার প্রচলন হয়েছে। বাজারে কারচুপি ও জরি-চুমকির কাজ করা পোশাকের চাহিদাও বেড়েছে। এখন অনেক নারী-পুরুষ এই কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন।

কারচুপি ও জরি-চুমকি কাজের পরিচিতি

কারচুপি একটি হস্তশিল্প। কাঠের ফ্রেমে নকশা আঁকা কাপড় সেট করে নকশার উপর কাজ করা হয়। কারচুপি কাজের নকশা বা ডিজাইনের জন্য ক্যাটালগ পাওয়া যায়। এছাড়া বিভিন্ন ম্যাগাজিন ও ইন্টারনেট থেকেও সংগ্রহ করা যায় পছন্দমতো নকশা। শাড়ি, থ্রী-পিস, বোরকা, পাঞ্জাবীসহ বিভিন্ন পোশাকে কারচুপি ও জরিচুমকির কাজ করা হয়। এতে পোশাকে রঙিন ও মনোরম নকশা ফুটে ওঠে।

কারচুপি ও জরি-চুমকির কাজে কর্মসংস্থান

বিভিন্ন উৎসবে কারচুপি ও জরি-চুমকির কাজ করা পোশাকের চাহিদা অনেক। এসব পোশাক দেশের বিভিন্ন শপিং সেন্টারে এবং বুটিক হাউজগুলোতে বিক্রি হয়। এছাড়া বিদেশেও এসব পোশাকের অনেক চাহিদা রয়েছে। তাই বলা যায়, এই কাজের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। দেশের শহর ও

গ্রাম এলাকায় অনেক গরিব স্বল্প শিক্ষিত তরুণ-তরুণী বেকার রয়েছেন। এই কাজের ওপর প্রশিক্ষণ নিয়ে তারা কর্মসংস্থানের সুযোগ নিতে পারেন।

কারচুপি ও জরি চুমকির কাজ শিখে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তারা চাকরি করতে পারেন। আবার অনেকে মজুরির ভিত্তিতে বাসায় বসেও এ কাজ করতে পারেন। এছাড়া কাজের অর্ডার নিয়ে বিভিন্ন বুটিক হাউজগুলোতে পোশাক বিক্রি করতে পারেন। এতেও ভালো আয় করা যায়।

৬

নকশা বা ডিজাইন অংকন

কারচুপি ও জরি-চুমকির কাজে কাপড়ের ওপর নকশার ছাপ দিতে হয়। কাপড়ের উপর নকশার ছাপ দিতে কয়েকটি ধাপে কাজ করতে হয়। ধাপগুলো হলো

১. নকশা সংগ্রহ,

২. কাগজে নকশা বা ডিজাইন অংকন,

৩. ট্রেসিং পেপারে নকশা অংকন এবং

৪. কাপড়ে নকশার ছাপ দেয়া।

নিচে নকশা অংকনের ধাপগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হলো।

নকশা সংগ্রহ

বিভিন্ন ক্যাটালগ, ম্যাগাজিন বা ইন্টারনেট থেকে নকশার নমুনা বা স্যাম্পল সংগ্রহ করুন।

কাগজে নকশা অংকন

সাদা কাগজে নকশার বিভিন্ন মোটিভ বা অংশগুলো অংকন করুন। এজন্য বিভিন্ন উপকরণ দরকার হয়। যেমন– সাদা কাগজ, ট্রেসিং পেপার, পেন্সিল, পেন্সিল কাটার, রাবার, স্কেল, মেজারিং টেপ বা ফিতা, পাওয়ার বা মেগনিফাই গ্লাস, পিন-সুই ইত্যাদি।

ট্রেসিং পেপারে নকশা অংকন

ট্রেসিং পেপারে নকশা অংকনের সময় ধাপে ধাপে নিচের কাজগুলি করতে হয়।

১. কাগজে আঁকা নকশা ট্রেসিং পেপারের নিচে রাখুন।

২. এরপর কাগজে আঁকা নকশা ট্রেসিং পেপারে তুলুন।

৩. এবার ট্রেসিং পেপারে তোলা নকশার ওপর পিন-সুই দিয়ে ধীরে ধীরে ছিদ্র করুন।

৭

কাপড়ে নকশার ছাপ

কাপড়ে নকশার ছাপ দিতে বিভিন্ন উপকরণ প্রয়োজন হয়। যেমন– পরিমাণ মতো পুরাতন মোটা কাপড়, নীল বা জিঙ্ক পাউডার, কেরোসিন তেল, ছোট টুকরা কাপড় বা ফোম, বাটি ইত্যাদি।

কাপড়ে নকশার ছাপ দেয়ার পদ্ধতি

একটি পুরাতন মোটা কাপড় ফ্লোরে বিছিয়ে দিন।

এরপর যে কাপড়ে ছাপ দেবেন, তা মোটা কাপড়ের উপর বিছিয়ে নিন।

এবার ট্রেসিং পেপারটি কাপড়ের উপর রাখুন।

বাটিতে কেরোসিন তেল ও নীল বা জিঙ্ক পাউডার মিশিয়ে নিন।

এবার ট্রেসিং পেপারটি কাপড়ের উপর চেপে ধরুন।

এক টুকরো কাপড় বা ফোমে জিঙ্ক বা নীল মেশানো তেল নিয়ে ট্রেসিং পেপারের উপর ভালো করে ঘষুন।

কাপড়ে নকশার ছাপ উঠেছে কিনা দেখে নিন।

কাপড়ে নকশার ছাপ দেয়ার পর কাপড়টি কিছু সময় বাতাসে শুকিয়ে নিন।

৮

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বা টুল্‌স ও উপকরণ

কারচুপি ও জরি-চুমকি কাজের জন্য কিছু ভারী যন্ত্রপাতি বা টুল্‌স দরকার হয়।

যন্ত্রপাতি বা টুল্‌স

কারচুপি কাজের জন্য মুলত ফ্রেম, ছামছারা, স্ট্যান্ড, সুঁচ, রশি ইত্যাদি যন্ত্রপাতি ও উপকরণ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এছাড়া এই কাজে আরও কিছু উপকরণ ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে কিছু উপকরণ স্থায়ীভাবে দরকার হয়, যা সব সময় কাজে লাগে। এগুলোকে আমরা স্থায়ী উপকরণ বলে থাকি। আবার পণ্য উৎপাদনের সময় পন্যের ধরণ অনুযায়ী কিছু উপকরণ দরকার হয়। এগুলোকে বলে কাঁচামাল। এবার এসব স্থায়ী উপকরণ ও কাঁচামাল সম্বন্ধে জেনে নিই।

স্থায়ী উপকরণ

সুঁচ বা সুই : কারচুপি ও জরি-চুমকির কাজের প্রধান উপকরণ হলো সুঁচ বা সুই। এই কাজে বিভিন্ন ধরনের সুই লাগে। যেমন

১০ নং কাপড় আটকানোর সুই

মুঠিয়া সুই,

চুমকি-পুঁতির সুই বা মতিয়া সুই,

৫ নং গিট সুই।

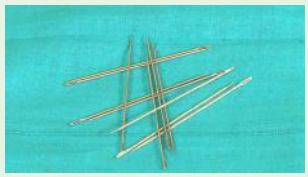

ফ্রেমের সুতি রশি,

৯ তারের টাঙ্গর সুতা

৯

তারকাটা বা পেরেক,

কাঁচি,

বেটন

কাঁচামাল

কারচুপি কাজের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের তালিকা নিম্ন দেয়া হলো

সুতা : রেশমি সুতা, উল সুতা, রক সুতা বা পাইলন।

পুঁতি : গোল পুঁতি, পাইপ পুঁতি, লাউ পুঁতি, ঝিকো পুঁতি ইত্যাদি।

পাথর :

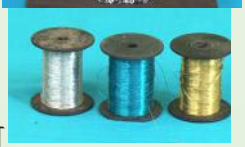

রিং পাথর, চেইন পাথর, প্রদীপ পাথর, গোল পাথর, নৌকা পাথর, রেক্‌জিন পাথর, জারকান পাথর ইত্যাদি।

জরি: জরি, নিম জরি, রুলেক্স, চুমকি, ডলার, ভলিয়ম, আঠা ইত্যাদি কাঁচামাল প্রয়োজন হয়।

১০

যন্ত্রপাতি ও উপকরণ ব্যবহার

কারচুপি ও জরি চুমকি কাজের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও উপকরণ সম্পর্কে জানা হয়েছে। এবার যন্ত্রপাতি ও উপকরণের ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা নিই।

যন্ত্রপাতি

ফ্রেম

ফ্রেম কাঠ দিয়ে তৈরি করতে হয়। এটি দুই অংশ বিশিষ্ট। দুটি অংশের মধ্যে রশি বাঁধা থাকে। নির্বাচিত কাপড়টি ফ্রেমের দুই অংশের রশির সঙ্গে সেলাই করা হয়।

ছামছারা

ফ্রেমের দুই পাশে লাগানের জন্য অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত দুই খন্ড কাঠ থাকে। এই কাঠকে ছামছারা বলে। কাপড় টান টান করতে এবং স্ট্যান্ডের উপর ফ্রেম রাখতে ছামছারা সাহায্য করে। কাপড়ের সাইজ অনুযায়ী ছামছারার মাধ্যমে ফ্রেম ছোট ও বড় করা যায়।

স্ট্যান্ড

ছোট ছোট কাঠ দিয়ে চার খুঁটি বিশিষ্ট স্ট্যান্ড তৈরি করা হয়। একটি ফ্রেম বসাতে বা রাখার জন্য চারটি স্ট্যান্ড প্রয়োজন হয়। স্ট্যান্ডের উপর ফ্রেম রেখে কাজ করা হয়।

উপকরণ

১০ নম্বর কাপড় আটকানোর সুই বা টাকবার সুই

এই সুই দিয়ে ফ্রেমে কাপড় আটকানো বা সেট করা হয়। এরপর ফ্রেমের দুই পাশে বা সাইডে টাঙ্গর দিতে এই সুই ব্যবহৃত হয়।

মুঠিয়া সুই বা জরি সুতার সুই

ছাতার শিক দিয়ে তৈরি করা হয় মুঠিয়া বা জরি সুতার সুই। এর নিচের অংশ খুব চিকন হয়। সুইটির অগ্রভাগে একটি ঘাট থাকে, একে নাকা বলে। এই নাকা দিয়ে কাপড়ের নিচ থেকে সুতা বা জরি উপরে তোলা হয়। নতুন সুইয়ে টাঙ্গর সুতা পেঁচিয়ে বাধতে হয়।

চুমকি-পুঁতির সুই বা মতিয়া সুই

এই সুইয়ের উপরের অংশে হাতল হিসেবে বাঁশের কাঠি থাকে। আর নিচের অংশে চিকন নিডল থাকে। এই নিডলের অগ্রভাগেও ঘাট করা থাকে। এই ঘাটকেও নাকা বলে। এই সুই দিয়ে পাথর, চুমকি, পুঁতি ও ভলিয়মের কাজ করা হয়।

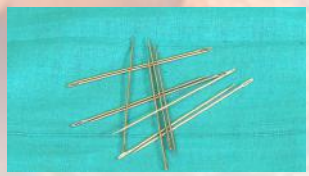

৫ নম্বর গিট সুই

এই সুই টাকবার সুইয়ের মতো হলেও দেখতে ছোট। সব ধরনের গিটের কাজে এই সুই ব্যবহার করা হয়।

ফ্রেমের সুতি রশি

একটি ফ্রেমে ১৩টি ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্রের ভেতরে এই রশিটি বাঁধতে হয়। টাকবার সুই দিয়ে এই রশিতে কাপড় সেলাই করে আটকানো বা সেট করা হয়।

৯ তারের সুতা বা টাঙ্গর সুতা

টাকবার সুই দিয়ে এই সুতার সাহায্যে ফ্রেমের রশির সঙ্গে কাপড় আটকানো হয়। ফ্রেমের দুই সাইডে কাপড় আটকাতে টাঙ্গরের সুতা ব্যবহার করা হয়।

তারকাটা বা পেরেক

একটি ফ্রেমের জন্য চারটি ২ ইঞ্চি তারকাটা প্রয়োজন। ফ্রেমে কাপড় টান টান করতে ছামছারার মধ্যে এই তারকাটা ব্যবহার করা হয়।

কাঁচি

কাজের সময় কাপড়, সুতা, পাইলন, ভলিয়ম, চেইন পাথর ইত্যাদি কাটার জন্য কাঁচি ব্যবহার করা হয়।

ট্রেসিং পেপার

কাপড়ে নকশা আকার জন্য নির্ধারিত নকশা বা ডিজাইনটি ট্রেসিং পেপারে আঁকতে হয়। তারপর আঁকা ডিজাইনের উপর পিন-সুঁই দিয়ে ছিদ্র করা হয়। পরে কাপড়ে ছাপ দিতে ছিদ্রযুক্ত ট্রেসিং পোপারটি ব্যবহার করা হয়।

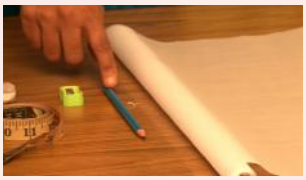

পেন্সিল

যেকোনো ডিজাইন তৈরি বা আঁকার জন্য পেন্সিল ব্যবহার করা হয়। এই কাজে বিভিন্ন প্রকার পেন্সিল ব্যবহার করা হয়। যেমন– HB, 2B, 4B, cH1 ইত্যাদি।

পেন্সিল কাটার

ডিজাইন করার সময় পেন্সিলের নিব শেষ হতে পারে। কাটার দিয়ে কেটে পেন্সিলের নিব বের করা হয়।

রাবার বা ইরেজার

কোন কোন সময় পেন্সিলে আঁকা ডিজাইনে বিভিন্ন ভুল-ত্রুটি দেখা যায় ফলে সংশোধন করতে হয়। একাজে রাবার বা ইরেজার ব্যবহার করা হয়। ইরেজার সাধারণত রাবারের হয়ে থাকে।

স্কেল ও মেজারিং টেপ বা ফিতা

কাপড় মাপতে স্কেল ও মেজারিং টেপ লাগে। এছাড়া পোশাকের নির্দিষ্ট স্থানে নকশা বসাতে মাপ-জোকের কাজেও এটি দরকার হয়। মেজারিং টেপ সাধারণত ৫ ফুট বা ৬০ ইঞ্চি লম্বা হয়।

পাওয়ার বা মেগ্‌নিফাই গ্লাস

এই গ্লাস দিয়ে ক্যাটালগ বা ম্যাগাজিন থেকে নকশা বা ডিজাইন তোলার সময় তা বড় আকারে দেখা যায়। নকশা ত্রুটিমুক্ত ভাবে তোলার জন্য মেগ্‌নিফাই গ্লাস ব্যবহার করা হয়।

বেটন

বেটন হচ্ছে ৯ ইঞ্চি × ৯ ইঞ্চি স্কয়ার একটি মোটা কাপড়। যার মধ্যে চুমকি, পুঁতি রেখে সুইয়ে ভরতে হয়।

পিন-সুই

ট্রেসিং পেপার ছিদ্র করতে পিন-সুই লাগে। পিন সুই হলো সোনামুখী সুই।

জিঙ্ক পাউডার

কাপড়ে ডিজাইন ছাপতে জিঙ্ক পাউডার লাগে। বিভিন্ন ডিপ কালার কাপড়ে ছাপ দিতে জিঙ্ক পাউডার ব্যবহার করা হয়।

নীল পাউডার

কাপড়ে ডিজাইন ছাপতে নীল পাউডার লাগে। বিভিন্ন লাইট কালার কাপড়ে ছাপ দিতে নীল পাউডার ব্যবহার করা হয়।

কেরোসিন তেল

জিঙ্ক বা নীল পাউডার কেরোসিন তেলের সঙ্গে মিশিয়ে ট্রেসিং পেপারে ঘষলে কাপড়ে ডিজাইনের ছাপ পড়ে যায়।

বাটি

বাটিতে কেরোসিন তেলে জিঙ্ক বা নীল পাউডার মেশানো হয়।

একটি মোটা কাপড়

এটি নিচে বা ফ্লোরে বিছাতে হয়। এর উপরে ছাপ দেয়ার জন্য নির্বাচিত কাপড়টি বিছানো হয়। কারণ যে কাপড়টিতে ছাপ দিতে হবে তার উপর ট্রেসিং পেপার ঘষার কারণে সেই কাপড়টিতে অতিরিক্ত তেল চলে আসতে পারে। মোটা কাপড়টি সেই অতিরিক্ত তেল চুষে নেয়। তাই ছাপের কোনো ক্ষতি হয় না। এজন্য মোটা কাপড়টি নিচে বা ফ্লোরে বিছানো হয়।

১৩

সুতা

রেশমি সুতা

এই সুতা ১৫০ কাউন্টের হয়। কাজের সময় এটাকে ডাবল বা দ্বিগুণ করে নিতে হয়। এই জাতীয় সুতা দিয়ে চেইন সেলাই, ভরাট সেলাই ও বিভিন্ন রকম গিটের কাজ করা হয়।

উল সুতা

উল সুতা বিভিন্ন রঙের পাওয়া যায়। গিট সুই ও উল সুতা দিয়ে বিভিন্ন রকম ভরাটের কাজ করা হয়।

রক সুতা বা পাইলন

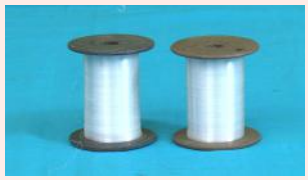

এই সুতা প্লাস্টিকের তৈরি সাদা ও শক্ত । যেকোনো রঙের সঙ্গে এই সুতা ব্যবহার করা যায়। মতিয়া সুইয়ের সাহায্যে এই সুতা দিয়ে সেলাই করা হয়।

পুঁতি

বাজারে ছোট-বড় বিভিন্ন সাইজের গোল কাঁচ পুঁতি পাওয়া যায়। বিভিন্ন রঙের কাঁচ পুঁতি দিয়ে নকশা অনুযায়ী কাজ করা হয়। এই কাজ করতে মতিয়া সুই ও পাইলন ব্যবহৃত হয়। পুঁতি কয়েক রকমের হয়। যেমন- পাইপ পুঁতি, লাউ পুঁতি, ঝিকো পুঁতি ইত্যাদি। **এবার আমরা** বিভিন্ন পুঁতি সম্পর্কে ধারণা নিই।

পাইপ পুঁতি

একটু লম্বা পাইপ আকারের কাঁচের তৈরি। নানান রঙের পাইপ পুঁতি পাওয়া যায়। নকশা অনুযায়ী বিভিন্ন কাজে পাইপ পুঁতি ব্যবহৃত হয়। এ কাজে মতিয়া সুই ও পাইলন ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

লাউ পুঁতি

এই পুঁতি প্লাস্টিকের তৈরি। কিছুটা লাউ আকৃতির মতো। এই পুঁতি সাধারণত দুই রঙের হয়, যেমন- সিলভার ও গোল্ডেন। মতিয়া সুই ও পাইলন দিয়ে সেলাই করে নকশায় এই পুঁতি বসাতে হয়।

ঝিকো পুঁতি

এই পুঁতির দিয়ে তৈরি ছোট-বড় বিভিন্ন সাইজের গোল আকৃতির প্লাস্টিকের মালা পাওয়া যায়। এটা সাধারণত দুই রঙের হয়, যেমন- সিলভার ও গোল্ডেন। মতিয়া সুই ও পাইলন দিয়ে নকশা অনুযায়ী এই পুঁতি সেলাই করে বসাতে হয়।

পাথর

জরি-চুমকি কাজে নকশা অনুযায়ী ছোট-বড় বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন রঙের পাথর ব্যবহার করা হয়। যেমন- প্রদীপ পাথর, গোল পাথর, নৌকা পাথর, রিং পাথর, চেইন পাথর, রেক্‌জিন পাথর ইত্যাদি। এগুলো আঠা দিয়ে বসিয়ে পাইলন দিয়ে সেলাই করতে হয়। এ কাজে মতিয়া সুই ব্যবহার করা হয়।

প্রদীপ পাথর

এটি নৌকা পাথরের মতো কিন্তু এর একপাশ সরু বা চোখা এবং অন্য পাশ গোল বা রাউন্ড করা থাকে। এর দুই পাশেই ছিদ্র থাকে। বাজারে বিভিন্ন রং ও সাইজের এই পাথর পাওয়া যায়। এগুলি আঠা দিয়ে বসিয়ে পাইলন ও মতিয়া সুই দিয়ে ছিদ্রের মধ্যে সেলাই করে নিতে হয়।

গোল পাথর

এই পাথরটি সম্পূর্ণ গোল। এর দুইপাশে দুইটি ছিদ্র থাকে। বাজারে ছোট-বড় বিভিন্ন সাইজের ও বিভিন্ন রঙের এই পাথর পাওয়া যায়। এই পাথর আঠা দিয়ে বসিয়ে রক সুতা ও মতিয়া সুই দিয়ে ছিদ্রের মধ্যে সেলাই করে নিতে হয়।

নৌকা পাথর

এই পাথর দেখতে নৌকার মতো। যার দুই মাথা সরু বা চোখা। এর দুই মাথায় দুটি ছিদ্র থাকে। আঠা দিয়ে পাথরটি বসিয়ে দুই পাশের ছিদ্রতে পাইলন ও মতিয়া সুই দিয়ে সেলাই করে নিতে হয়।

রিং পাথর

এই পাথর প্লাস্টিকের তৈরি। এগুলি গোল রিং-এর মতো। এটা দুই রঙের হয়, যেমন- গোল্ডেন ও সিলভার। এই পাথর ছোট-বড় দুই সাইজেরই হয়। এটা পাইলন ও মতিয়া সুই দিয়ে সেলাই করে বসাতে হয়।

চেইন পাথর

এই পাথর দেখতে অনেকটা চেইনের মতো। ছোট ছোট পাথর সারিবদ্ধ ভাবে সাজিয়ে চেইন পাথর বানানো হয়। এটাকে পাথরের লেইসও বলা হয়ে থাকে। বাজারে বিভিন্ন রঙ ও সাইজের চেইন পাথর পাওয়া যায়। পাইলন ও মতিয়া সুই দিয়ে সেলাই করে এই পাথর বসাতে হয়।

রেক্‌জিন পাথর

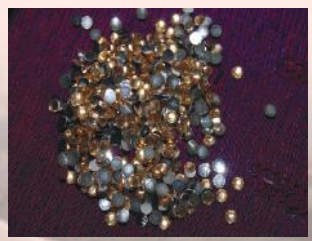

বাজারে ০, ৪, ৫, ৬ কাউন্টের রেক্‌জিন পাথর পাওয়া যায়। এগুলো বিভিন্ন রংয়ের হয়। এটির পেছনের অংশ লেভেল বা সমান থাকে। যা আঠা দিয়ে সরাসরি কাপড়ে অথবা রিঙ পাথরের উপর বসানো হয়।

১৫

জারকান পাথর

বাজারে ১২, ১৪, ১৬, ১৮, ২৮, ৩২, ৩৮ কাউন্টের জারকান পাথর পাওয়া যায়। এসব পাথর বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে। জারকান পাথরের পিছনের অংশ সরু বা চোখা থাকে। এটি আঠা দিয়ে নকশা অনুযায়ী সরাসরি কাপড়ে অথবা রিং পাথরের ওপর বসানো হয়।

জরি

জরি সাধারনত ৪৫০ কাউন্টের হয়ে থাকে। বাজারে বিভিন্ন রঙের জরি পাওয়া যায়। জরি সাধারণত দুই ধরনের হয়। যেমন– পলেস্টার জরি ও রেওন জরি। মুঠিয়া সুই ব্যবহার করে জরি দিয়ে চেইন ও ভরাট সেলাইয়ের কাজ করা হয়।

নিম জরি

নিম জরি প্লাস্টিকের সুতা দিয়ে তৈরি। এর উপরে রুলেক্স পেঁচানো থাকে। বাজারে বিভিন্ন রঙের নিম জরি পাওয়া যায়। এটি মুঠিয়া সুই দিয়ে সেলাই করে কাপড়ে বসাতে হয়।

রুলেক্স

এটি প্লাস্টিকের তৈরি সুতার মতো চিকন ও ঝকঝকে। এগুলি বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে। এটি সুতার সঙ্গে মিলিয়ে বিভিন্ন নকশায় কাজ করা হয়।

চুমকি

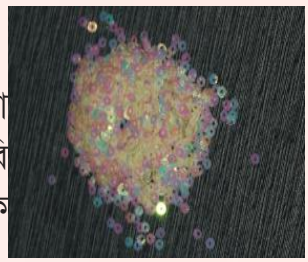

বাজারে ০, ৩, ৪, ৫, ৬ কাউন্টের প্লেন ও কুটরি চুমকি পাওয়া যায়। এগুলো প্লাস্টিকের তৈরি পাতলা এবং মধ্যখানে ছিদ্র থাকে। প্লেন চুমকিটি গোল। আর কুটরি চুমকিটি ছোট বাটির মতো। তাই একে বাটি চুমকিও বলে। এই চুমকি ঝকঝকে হয়। পাইলন ও মতিয়া সুই দিয়ে কাপড়ের নকশায় এসব চুমকি বসাতে হয়।

ডলার

এটা প্লাস্টিকের তৈরি খুব পাতলা গোল আকৃতির। বিভিন্ন রঙের ও ছোট-বড় ডলার পাওয়া যায়। নানান রঙের রেশমি বা জরি সুতায় মুঠা সুই ব্যবহার করে এটা বসাতে হয়।

ভলিয়ম

এটি চিকন তারের তৈরি এবং স্প্রিংয়ের মতো পেঁচানো থাকে। যা টানলে বড় হয়। বাজারে ভলিয়মের মতো বিভিন্ন স্প্রিং পাওয়া যায়। যেমন- সালমা, ধাপকা, কিরকিরি ইত্যাদি। এসব স্প্রিং বিভিন্ন রঙের ও সাইজের পাওয়া যায়। স্প্রিংগুলো একই নিয়মে কেঁটে রকসুতা ও মতিয়া সুই দিয়ে সেলাই করে বসাতে হয়।

আঠা

কাপড়ে পাথর বা ডলার বসাতে আঠা ব্যবহার করা হয়।

১৬

ফ্রেম, ছামছারা ও স্ট্যান্ড তৈরি

ফ্রেম তৈরি

কারচুপি ও জরি-চুমকির কাজের জন্য কাঠ দিয়ে ফ্রেম তৈরি করা হয়। ফ্রেম তৈরিতে ভালো কাঠ দরকার হয়। যে কাঠ সহজে ফাটবে না বা বাঁকা হবে না, এমন ভালো কাঠ দিয়ে ফ্রেম তৈরি করা হয়।

ফ্রেমটি হবে চার কোণা বিশিষ্ট। কাঠের পুরুত্ব ২ ইঞ্চি এবং লম্বায় ৬০ ইঞ্চি হতে হবে। ফ্রেমের দুই মাথায় ২ ইঞ্চি করে লম্বা দুইটি বা চারটি হোল বা ছিদ্র করতে হয়। ফ্রেমের গায়ে ৪ ইঞ্চি পরপর মোট ১৩টি ছিদ্র করতে হয়। এসব ছিদ্র দিয়ে রশি বাঁধতে হয়। ফ্রেমের এক দিকে বাঁধার জন্য ১২০ ইঞ্চি রশি প্রয়োজন। এই রশি ১৩টি ছিদ্রের দুই পাশ দিয়ে রশির দুই মাথা ঢুকিয়ে রশির মাথা দুইটি ফ্রেমের সঙ্গে ভালো করে পেঁচিয়ে গিট দিতে হয়।

এখন আমরা কারচুপির ফ্রেম প্রস্তুত করার ধাপসমূহ জানব।

১. শক্ত কাঠের তৈরি দুটি কারচুপির ফ্রেম নিন।
২. ফ্রেমের কাঠের ছিদ্রগুলিতে বাধার জন্য ১২০ ইঞ্চি লম্বা দুই টুকরো রশি নিন।
৩. একটি ফ্রেমে পর পর ১৩ টি ছিদ্রের মধ্যে রশিটি পেচিয়ে নিন।
৪. ছিদ্রের দুই দিক থেকে রশির দুই মাথা ঢুকিয়ে নিন।
৫. এরপর পেচিয়ে ভাল ভাবে গিট দিন।

ছামছারা তৈরি

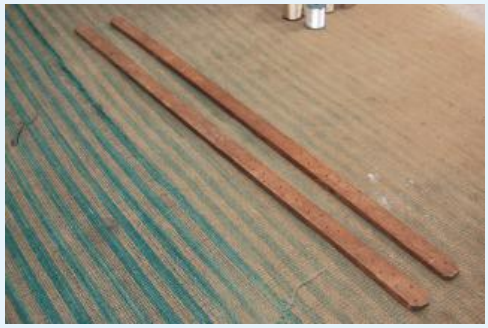

ছামছারা তৈরির জন্য ৪৫ ইঞ্চি লম্বা সোজা কাঠের প্রয়োজন। এর পাশ হবে পৌনে ২ ইঞ্চি। পুরুত্ব হবে ২ ইঞ্চির তিন ভাগের এক ভাগ। ছামছারার পুরো গায়ে দুই সুতা মোটা অসংখ্য ছিদ্র থাকে। এর দুই মাথা রাউন্ড বা গোল করা থাকে।

স্ট্যান্ড তৈরি

চার খুটি বিশিষ্ট ২০ ইঞ্চি উচ্চতার কাঠ দিয়ে স্ট্যান্ড তৈরি করা হয়। স্ট্যান্ডের কাঠ ২ ইঞ্চি চওড়া ও পৌনে ১ ইঞ্চি পুরুত্বের হবে। স্ট্যান্ডের চারটি খুঁটি বা পায়া থাকে। একটি ৭ ইঞ্চি কাঠের দুই দিকে পেরেক দিয়ে চারটি খুঁটির উপরের অংশ আটকাতে হবে। একইভাবে খুটির নিচে চারটি অংশ থাকে। সেখানে নিচ থেকে ৩ ইঞ্চি উপরে ২টি আট ইঞ্চি কাঠ পাশে এবং ২টি ১০ ইঞ্চি কাঠকে লম্বাভাবে পেরেক দিয়ে আটকাতে হবে। এভাবে একটি ফ্রেমের জন্য ৪টি স্ট্যান্ড তৈরি করতে হবে।

১৭

ফ্রেমে কাপড় আটকানো বা সেট করা

চারটি স্ট্যান্ড নিন। ফ্রেমের দুই দিকের মোটা ছিদ্রে ছামছারা ঢুকান। ছমছারা ঢুকানো অবস্থায় স্ট্যান্ডের উপর ফ্রেমটি বিছিয়ে রাখুন। এরপর নির্বাচিত কাপড়টি

ফ্রেমের উপর বিছান। তারপর ফ্রেমের মতো লম্বা একটি টাঙ্গর সুতা টাকবার সুইয়ে পরিয়ে নিন। সুতার অন্য অংশে গিট দিন। এরপর কাপড়ের কোণা হাফ ইঞ্চির মতো দুই ভাঁজ করুন। এবার ফ্রেমের রশির কোনো একপাশ থেকে সেলাই শুরু করুন। এভাবে ফ্রেমের দুই অংশেই সেলাই করুন।

তারপর কাপড় যদি লম্বায় বড় থাকে, ফ্রেমের এক

অংশের সঙ্গে মুড়িয়ে বা পেঁচিয়ে নিন। তারপর ফ্রেমের দুই অংশ প্রসারিত করুন। এবার ছামছারার সঙ্গে পেরেক আটকিয়ে কাপড়টি টান টান করুন। এরপর ফ্রেমের দুইপাশের কাপড়টি সেলাই করে ছামছারার সঙ্গে টাঙ্গর দিন। এভাবে কারচুপির কাজ করার জন্য কাপড়টি প্রস্তুত করুন।

ফ্রেম থেকে কাপড় ছাড়ানো

কাজ শেষ হলে কোথাও কোনো ভুলত্রুটি আছে কিনা দেখে নিন। এরপর ফ্রেমের

দুইপাশ থেকে টাঙ্গর সুতা খুলুন। তারপর ফ্রেমটি টান করা অবস্থায় যে চারটি পেরেক ছিল, তা এক এক করে খুলে ফেলুন। এরপর ফ্রেমের দুটি অংশ একসঙ্গে মিলিয়ে নিন। দুইপাশের ছামছারা খুলে স্ট্যান্ডের উপর রাখুন। তার উপর ফ্রেমটি রাখুন। এবার কাপড় ও ফ্রেমের রশির সঙ্গে সেলাই করা সুতা যে প্রান্তে শেষ হয়েছিল, সেখান থেকে সুতা খুলতে থাকুন। সুতা খোলা শেষ

হলে পুনরায় আরেকটি নতুন কাজের জন্য আগের নিয়মে ফ্রেমে কাপড় সেট করুন বা আটকান।

১৮

ব্যবহৃত টুল্‌স বা যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ

প্রতিদিন কাজ শেষে ফ্রেম, ছামছারা, স্ট্যান্ড, কাঁচি, সুই প্রভৃতি সরঞ্জামগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নির্দিষ্ট স্থানে গুছিয়ে রাখুন। এতে সরঞ্জামগুলি ভালো থাকবে এবং দীর্ঘদিন ব্যবহার করা যাবে। সরঞ্জামগুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিম্ন লিখিত কাজগুলি করা প্রয়োজন। যেমন–

১. কাজ শেষে ফ্রেমটি শুকনো কাপড় দিয়ে ভাল ভাবে মুছে শুকনো যায়গায় সোজা করে দাঁড় করিয়ে রাখুন।
২. ছামছারা, কাঁচি, জরি ইত্যাদি কাজশেষে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ভাল ভাবে মুছে শুকনো ও পরিষ্কার জায়গায় রাখুন।
৩. ব্যবহৃত সুইগুলো পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ভাল ভাবে মুছে শুকনো কাচের বা প্লাস্টিকের বোতলে রেখে মুখ বন্ধ করে রাখুন।
৪. ফ্রেমের স্ট্যান্ডগুলো একটার উপর একটা দাঁড় করিয়ে ফ্রেমের পাশে সাজিয়ে রাখুন। ফ্রেম ও স্ট্যান্ডগুলি পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখুন।
৫. সুতা, জরি, পুঁতিগুলো আলমারির তাকে তুলে রাখুন।
৬. কাজ করার জায়গাটি ঝাড় দিয়ে পরিষ্কার করুন।

অনিরাপদ টুল্‌স চিহ্নিত ও ত্রুটিমুক্ত করা

কারচুপির অনিরাপদ টুল্‌স, যেমন– বাঁকা বা ফাঁটা ফ্রেম, বাঁকা দুর্বল স্ট্যান্ড, ফাটা ছামহারা, জং ধরা সুই ও কাঁচি ইত্যাদি চিহ্নিত করুন।

জং ধরা সুই

কেরোসিন তেল দিয়ে জং ধরা সুই ভিজিয়ে রাখুন। পরে সিরিজ কাগজ দিয়ে ঘসে পরিষ্কার করুন।

দুর্বল স্ট্যান্ড

ছোটছোট কাঠের টুকরা দিয়ে দুর্বল জায়গায় পেরেক বা তারকাটা আটকিয়ে মেরামত করে নিন।

জং ধরা কাঁচি

সানঘর বা দোকান থেকে জং ধরা কাঁচি ঠিক করিয়ে নিন। প্রয়োজনে কাঁচি শান দিয়ে নিন।

বিভিন্ন ধরনের সেলাই বা ফোঁড়

কারচুপির কাজ সুন্দর ও আকর্ষণীয় করার জন্য নানান ধরণের সেলাই বা ফোঁড় ব্যবহার করা হয়। কারচুপির কাজে বহুল ব্যবহৃত সেলাইগুলির নাম নিচে দেয়া হলো

- চেইন সেলাই
- রেখা বা কাঁটা সেলাই
- জলতরঙ্গ বা পানি সেলাই
- ভরাট সেলাই
- ক্রস সেলাই
- বোতাম সেলাই
- সেট সেলাই ইত্যাদি।

নিচে সেলাইগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো

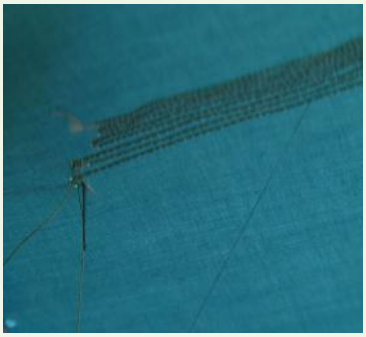

চেইন সেলাই

ফ্রেমের উপরে সুই ধরার জন্য ডান হাত ও নিচে সুতা ধরার জন্য বাম হাত ব্যবহার করুন। ডান হাতের চারটি আঙ্গুল দিয়ে সুইয়ের মাঝ বরাবর খুব নরম করে ধরুন। এরপর বাম হাতে জরি দিয়ে জরির মাথাটি ২ ইঞ্চির মতো ডাবল বা দ্বিগুন করে ধরুন। তারপর ডান হাতে থাকা সুইয়ের নাকাটি সামনের দিকে রেখে কাপড়ের ভেতর দিয়ে নিচের দিকে ঢুকান। এরপর বাম হাতের ডাবল করা জরিটি সুইয়ের নাকায় আটকিয়ে নিন। তারপর ডান হাতের সুইটি উপরে তোলার সময় কাপড়ের কাছাকাছি এসে সুইয়ের নাকাটি পেছনের দিকে ঘুরিয়ে সুইটি উপরে তুলুন। এরপর আবার নাকাটি সামনের দিক দিয়ে নিচের দিকে ফোঁড় দিন। এবার নিচের হাতের জরিটি সুইয়ের নাকার সামনে দিয়ে একবার ঘুরান। এবার নিয়মমতো সুইটি উপরে তুলুন। এইভাবে প্রতিবার ফোঁড় দিয়ে চেইন সেলাই সম্পন্ন করুন। কাজ শেষে জরিটি গিট দিয়ে নিন। এরপর একটি ফোঁড় দিয়ে জরিটি উপরের দিকে তুলুন। আর একটি ফোঁড় প্রথম ফোঁড়ের পাশ থেকে তুলুন। এবার সুইয়ের নাকাটি ঘুরিয়ে প্রথম ফোঁড়ের জরিটিতে আটকিয়ে নিন। এরপর হাতে থাকা জরিটি নিচের দিকে টানুন। এখন সুইটি জরি থেকে বের করে ফেলুন। এভাবে চেইন সেলাইয়ের গিটটি সম্পন্ন করুন। এই নিয়মে প্রতিটি নকশায় সেলাই শেষে গিট দিয়ে নিন।

রেখা বা কাঁটা সেলাই

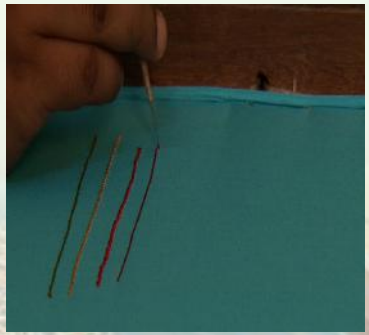

নকশা অনুযায়ী যেকোনো রঙের সুতা বা জরি নিন। আগের নিয়মে সুতা দিয়ে চেইন সেলাই করে নিন। তারপর সেই চেইন সেলাইয়ের উপরে চেইনের দুইপাশে ফোঁড় দিয়ে সেলাই করুন। এই নিয়মে রেখা বা কাঁটা সেলাই শেষ করুন।

২০

জলতরঙ্গ বা পানি সেলাই

নির্ধারিত রঙের জরি বা সুতা এবং মুঠিয়া সুই নিন। পানপাতা বা লাভ আর্টের মত আঁকা জলতরঙ্গ নকশাটি সামনে রাখুন। চেইন সেলাইয়ের মত ঘুরিয়ে পেচিয়ে নকশাটি অনুসরন করে সেলাই শুরু করুন। জলতরঙ্গ সেলাইয়ের নিচের অংশ একটু ফাঁকা রেখেই ঘুরিয়ে নিন। বিভিন্ন রঙের সুতা বা জরি ও মুঠিয়া সুই ব্যবহার করে জল তরঙ্গ বা পানি সেলাই করুন।

ভরাট সেলাই

সাধারনত দুই ধরনের সেলাই দিয়ে ভরাট সেলাইয়ের কাজ করা হয়। যথা: চেইন ভরাট সেলাই ও খিচটানা ভরাট সেলাই।

†PBb fivU †mjvB

প্রথমে নির্ধারিত রঙের জরি বা সুতার সাহায্যে ছাপ অনুযায়ী চেইন সেলাই দিয়ে নকশার বাউন্ডারি বা আউট লাইন করতে হয়। তারপর চেইন সেলাই করে ভেতরটা ভরাট করা হয়। একারনে এই সেলাইকে চেইন ভরাট সেলাই বলে।

wLPUvbv fivU †mjvB

একই নিয়মে চেইন সেলাইয়ের সাহায্যে নকশার আউট লাইনের কাজটি করতে হয়। তারপর ভেতরে বড় বড় করে চেইন টেনে আউটলাইনের ভেতরে ও বাইরে ফোঁড় দিতে হয়। একই নিয়মে উপর পাশে দুটি ফোঁড় দিয়ে আবার নিচের পাশে ফোঁড় দিয়ে খিচটানা সেলাইয়ের সহায্যে ভিতরটা ভরাট করা হয়। একারনে এই সেলাইকে খিচটানা ভরাট সেলাই বলে।

ক্রস সেলাই

ক্রস সেলাই দেখতে ১ ইঞ্চি পুরুত্বের ৫ ইঞ্চি লম্বা স্কেলের মতো। এটি একটি চারকোণা নকশা সেলাই। নকশা অনুযায়ী সুতা নিন। এর এক প্রান্তের উপরের কোণা থেকে নিচের কোণায় হাফ ইঞ্চি দূরত্বে খিচ সেলাইয়ের মতো দুটি করে ফোঁড় দিন। উপরের ফোঁড় সামনের দিকে ও নিচের ফোঁড় পেছনের দিকে নিন। এভাবে একটি ক্রস তৈরি করুন। এই নিয়মে কাজ করে প্রয়োজন মতো ক্রস সেলাই সম্পন্ন করুন।

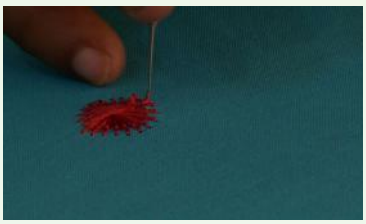

বোতাম সেলাই

বোতাম সেলাইয়ের জন্য মুঠিয়া সুই ও রেশমি সুতা প্রয়োজন। এই কাজটি করতে কয়েকটি ফোঁড় মনে রাখতে হবে। প্রথমে একটি ফোঁড় তুলে একটু লম্বা করে সামনের দিকে দ্বিতীয় আরেকটি ফোঁড় দিন। তৃতীয় ফোঁড়টি সামান্য দূরে সুতা টেনে প্রথম ফোঁড়ের জায়গায় নিয়ে আসুন। এভাবে বারবার ফোঁড় দিয়ে বোতাম সেলাই করুন।

শেড সেলাই

শেড সেলাই করতে ২ বা ৩ রঙের সুতা প্রয়োজন। শেড সেলাই দেখতে অনেকটা চেইন সেলাইয়ের মতো। ভিন্ন ভিন্ন রঙের সুতা দিয়ে একের পর এক চেইন ফোঁড় দিয়ে শেড সেলাই করুন।

২১

বিভিন্ন ধরনের ফোঁড় দিয়ে গিট সেলাই

কারচুপির কাজে নানান রকম ফোঁড় দিয়ে গিট সেলাই করা হয়। নিচে কারচুপির কাজে বহুল ব্যবহৃত গিট সেলাইগুলোর নাম দেয়া হলো

- সাধারণ গিট সেলাই
- গিট চুমকি সেলাই
- ছল্লি গিট সেলাই
- স্প্রিং গিট সেলাই ইত্যাদি।

নিচে গিট সেলাইগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো

সাধারণ গিট সেলাই

সাধারণ গিট সেলাইয়ের জন্য গিট সুই ও রেশমি সুতা প্রয়োজন। রেশমি সুতা লম্বা করে নিয়ে ৪ ভাঁজ করুন। এরপর সুইয়ে ঢুকিয়ে দুইপ্রান্ত একসঙ্গে করে ৮ ভাঁজ করুন। এবার হালকা একটু পেঁচিয়ে সুতার নিচে গিট দিন। এভাবে প্রতিটি গিট সেলাইয়ের জন্য সুতা তৈরি করুন। তারপর কাপড়ের নিচ থেকে সুইটি উপরে তুলে বাম হাতে সুতাটি সোজা করে ধরুন। পরে ডান হাতের সুই দিয়ে সুতার সঙ্গে একবার প্যাঁচ দিয়ে ঘুরিয়ে নিন। এবার সুইটি ফোঁড় দিয়ে নিচের দিকে সুতা টেনে আনলে উপরে একটি গোল গিট তৈরি হবে। এইভাবে গিট সেলাই সম্পন্ন করুন। এরপর নকশাটি শেষ হলে অথবা সুতা ফুরিয়ে গেলে কাপড়ের নিচে একটি গোল গিট দিয়ে অথবা কাপড়ের সঙ্গে দুইবার ফোঁড় দিয়ে সুতাটি কেটে ফেলুন।

গিট চুমকি সেলাই

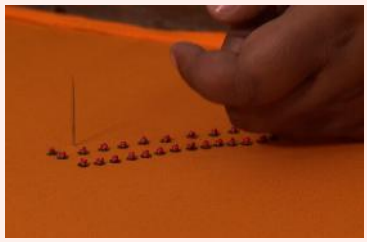

গিট চুমকি কাজে রেশমি সুতা, চুমকি ও গিট সুই প্রয়োজন। সাধারণ গিট কাজের নিয়মেই সুতা তৈরি করুন। কাপড়ের নিচ দিয়ে সুইটি উপরে তুলে সুতার ভেতর একটি চুমকি ঢুকান। তারপর একই নিয়মে সুতাটি উপরে ঘুরিয়ে নিন। পরে চুমকির ভেতর দিয়ে নিচে সুতা টেনে আনুন। এইভাবে নিচে চুমকি উপরে গিট দিয়ে কাজটি সম্পন্ন করুন।

ছল্লি গিট সেলাই

প্রথমে গিট সুতা তৈরি করুন। সাধারন গিট সেলাইয়ের নিয়মে কাপড়ের নিচ থেকে সুইটি উপরে তুলুন। এরপর সুতার সঙ্গে সুইটি এক প্যাঁচ দিয়ে ঘুরিয়ে আনুন। এবার নকশার দূরত্ব অনুযায়ী সামনের দিকে ফোঁড় দিন। পরে নিচে আনুন। এভাবে ছল্লি গিট সেলাই শেষ করুন।

২২

স্প্রিং গিট সেলাই

আগের নিয়মে গিট সুতা তৈরি করুন। কাপড়ের নিচ থেকে সুতা তুলুন। বাম হাতে সুতাটি সোজা করে ধরুন। এবার ডান হাতে সুইয়ের মাথায় কয়েকবার প্যাঁচ দিন। এরপর সামনের দিকে ফোঁড় দিয়ে সুতা নিচের দিকে টানুন। আবার পেছন দিয়ে ফোঁড় উপরে তুলুন। বাম হাতে থাকা সুতার নিচ দিয়ে ঢুকিয়ে পুনরায় ফোঁড় দিয়ে নিচে আনুন। এভাবে স্প্রিং গিট সেলাই সম্পন্ন করুন।

২৩

নকশায় বিভিন্ন উপকরণ বসানো

কারচুপির কাজে কাপড়ের ওপর আঁকা নকশা অনুযায়ী বিভিন্ন উপকরণ বসাতে হয়। নিচে কারচুপির কাজে বহুল ব্যবহৃত উপকরণগুলোর নাম দেয়া হলো

- চুমকি
- ডলার
- ভলিয়ম
- চেইন পাথর
- রিং পাথর
- রেক্‌জিন ও জারকান পাথর বসানো ইত্যাদি।

নিচে উপকরণগুলো বসানো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো

চুমকি বসানো

চুমকির কাজ করতে মতিয়া সুই, রক সুতা ও বেটন প্রয়োজন। প্রথমে বেটনের মধ্যে প্রয়োজন মত কিছু চুমকি ঢালুন। তারপর মতিয়া সুইটি শোয়াইয়ে ধরে বেটনে থাকা চুমকিগুলোতে বারবার খোঁচা দিন। এতে সুইয়ে চুমকি ভরে যাবে। এরপর রক সুতা দিয়ে প্রতিটি চুমকি চেইন সেলাই করুন। কুটরি চুমকির জন্য সুইটি সোজা করে ধরে একটি একটি করে ভরুন। এবার আগের নিয়মে চেইন সেলাই করে বসান।

ডলার বসানো

নকশা অনুসারে আঠা দিয়ে ডলারগুলো বসান। তারপর সুতা বা জরি দিয়ে চেইন সেলাই করে ডলারগুলি আটকান।

ভলিয়ম বসানো

ভলিয়মের কাজ করতে মতিয়া সুই, রক সুতা, কাঁচি ও বেটন প্রয়োজন। নকশা অনুযায়ী সাইজ করে ভলিয়মগুলো কাঁচি দিয়ে কাটুন। পরে বেটনের ওপর রাখুন। তারপর সুইয়ের মধ্যে একটি একটি করে ভলিয়ম ঢুকিয়ে রক সুতা দিয়ে চেইন সেলাই করে ভলিয়মগুলো বসান।

চেইন পাথর বসানো

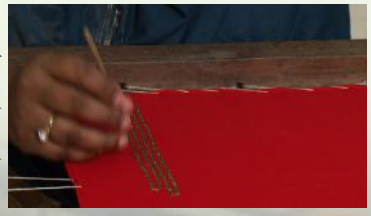

চেইন পাথর বসাতে মতিয়া সুই, রকসুতা ও কাঁচি প্রয়োজন। প্রথমে চেইন পাথর লেসটি ডিজাইনের ওপর রেখে লেসের একপান্ত থেকে সেলাই শুরু করুন। প্রতিটি পাথরের সামনে দিয়ে রকসুতার সাহায্যে চেইন সেলাই করে লেসটি আটকান। নকশা শেষে বাড়তি লেস কাঁচি দিয়ে কেটে আলাদা করুন। এভাবে চেইন পাথর বসানোর কাজটি শেষ করুন।

২৪

রিং পাথর বসানো

রিং পাথর বসাতে মতিয়া সুই ও রক সুতা প্রয়োজন। প্রথমে ডিজাইনের ওপর সুই দিয়ে রক সুতা তুলুন। তারপর একটি একটি করে রিং নিয়ে চেইন সেলাই করে রিং পাথর বসান।

রেক্‌জিন ও জারকান পাথর বসানো

রেক্‌জিন ও জারকান পাথর বসাতে সেলাই বা ফোঁড়ের প্রয়োজন হয় না। নকশা অনুযায়ী আঠা দিয়ে রিং পাথরের ওপর অথবা সরাসরি কাপড়ে রেক্‌জিন ও জারকান পাথর বসান।

২৫

শাড়ি, পাঞ্জাবি ও থ্রি-পিসে কারচুপির কাজ

শাড়ি, পাঞ্জাবি ও থ্রি-পিসে কারচুপি কাজের প্রথম ধাপ হলো কাপড়ে নকশার ছাপ দেয়া। এরপর ছাপের উপর ডিজাইন অনুযায়ী জরি, চুমকি, পাথর ইত্যাদি বসানো। এজন্য নানান রকম সেলাইও করতে হয়। এসব নির্ভর করে ডিজাইনের ওপর। এবার আমরা জানব– শাড়ি, পাঞ্জাবি ও থ্রি-পিসে কীভাবে কারচুপি ও জরি-চুমকির কাজ করা হয়।

শাড়িতে কাজ করা

প্রথমে শাড়িতে নকশা বা ডিজাইনের ছাপ দিতে হবে। শাড়িতে ছাপ দেয়ার জন্য নিচের ধাপ অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

১. একটি মোটা কাপড় ফ্লোরের উপর বিছান।

২.শাড়ির আঁচলটি ফ্লোরে বিছানো কাপড়টির উপর বিছিয়ে দিন।

৩. বাটিতে নীল বা জিঙ্ক পাউডার কেরোসিন তেলে মিশিয়ে নিন।

৪. ফোম বা এক টুকরো কাপড় তেলের মধ্যে ভিজিয়ে রাখুন।

৫. নকশা আঁকা ট্রেসিং পেপারটি শাড়ির উপর চাপ দিয়ে ধরুন।

২৬

৬. তেলে ভিজানো কাপড়ের টুকরো বা ফোমটি নিয়ে ট্রেসিং পেপারের উপর ঘষুন।

৭. শাড়িতে ছাপ উঠেছে কিনা দেখুন।

৮. শাড়ির আঁচলের পাশে আড়াই হাত পরিমাণ ছাপ দিন।

৯. আঁচলের বাম দিকের পাড়ে ১১ হাত পরিমাণ ছাপ দিন।

১০. আঁচলের ডান দিকের পাড়ে ৫ হাত পরিমাণ জায়গায় পর্যায়ক্রমে ছাপ দিন।

১১. শাড়ির আঁচল থেকে ৫ হাত পর্যন্ত পুরো শাড়িতে এবং বাকি ৬ হাত নিচের পাড় থেকে উপরের অর্ধেক কাপড় পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের ঝাড়, ছিটা, বুটা, লতা-পাতার নকশার ছাপ দিন।

১২. এবার ট্রেসিং পেপারটি তুলে ফেলুন এবং ধেখুন ডিজাইন অনুযায়ী শাড়িতে ছাপ পড়েছে কি না।

১৩. শাড়ীতে নকশা অনুযায়ী কারচুপির কাজ শুরু করুন।

২৭

ব্লাউজে কাজ করা

ব্লাউজে সাধারণত দুই হাতায় ও পেছনের অংশে কাজ করা হয়। দুই হাতায় ১৪ ইঞ্চি করে পাড় ও ছিটা, বুটা ছাপ দিন। ব্লাউজের পেছনের অংশে ১৮ ইঞ্চি পাড় ও ছিটা, বুটা ছাপ দিন।

এই ভাবে প্রতিটি ব্লাউজে ছাপ দিন। পরে কিছু সময় তেল শুকানোর জন্য কাপড়টি বাতাসে মেলে রাখুন। তারপর ফ্রেমে কাপড়টি সেট করুন। এরপর নকশা অনুযায়ী কাজ শুরু করুন।

থ্রি-পিসে কাজ করা

থ্রি-পিসে সাধারণত ৩টি অংশে কাজ করতে হয়।

১. কামিজের সামনের অংশে ও হাতায়।

২. সালোয়ারের দুই পায়ের নিচের অংশে।

৩. ওড়নার আঁচলে ও দুইপাশে অথবা চারদিকে এবং মাঝে ছিটা, বুটা দিয়ে কাজ করুন।

২৮

কামিজে কাজ করা

কামিজ সেলাই করার আগে কারচুপি'র কাজ করে নিতে হয়। প্রতিটি কামিজের সাইজ অনুযায়ী ডিজাইন তৈরি করুন। ডিজাইনটির উপর ট্রেসিং পেপার রেখে কপি করে নিন। এবার ট্রেসিং পেপারটির ডিজাইনের উপর সুঁচ বা পিন দিয়ে ছিদ্র করে নিন। বাটিতে কেরোসিন তেল ও নীল মিশিয়ে নিন। এক টুকরো কাপড় কেরোসিন তেলের মধ্যে ভিজিয়ে রাখুন। তার পর ধাপে ধাপে জামায় ছাপ দিন। ট্রেসিং পেপারটি তুলে ছাপটি দেখে নিন।

১. বেটনের উপর কিছু ভলিয়ম কেটে রাখুন।

২. মুঠিয়া সুইয়ে ভলিয়ম নিয়ে জামার ডিজাইনের উপর কারচুপির কাজ শুরু করুন।

৩. এবার ডলার নিয়ে ভলিয়ম করা ডিজাইনের মাঝখানে লাগান।

৪. জামার মাঝে ছিটা বুটা ও ঝাড়ের কাজ করুন।

৫. জামার গলায় কারচুপির কাজ করুন। এইভাবে জামায় কারচুপির কাজ শেষ করুন।

সালোয়ারে কাজ করা

সালোয়ারটি সেলাই করার আগে কারচুপির কাজটি করে নিন। প্রথমে সেলোয়ারের দুই পায়ের নিচের অংশে নকশা অনুযায়ী পাড় তৈরি করুন। এরপর চুমকি বসিয়ে ছিটা, বুটার কাজ করুন। এইভাবে সালোয়ারে কারচুপির কাজ শেষ করুন।

ওড়নায় কাজ করা

ওড়নার দুই আঁচলে ছিটা, বুটার কাজ করুন। তারপর দুই পাশের পাড়ে নকশা তৈরির কাজ করুন। এভাবে ওড়নার মাঝে বিভিন্ন লতাপাতার ঝাড় বা ছিটা, বুটা দিয়ে নকশার কাজটি শেষ করুন। ওড়নায় কারচুপির কাজ করার প্রক্রিয়া নিম্নরূপ-

ওড়নাটি মোটা কাপড়ের উপর বিছিয়ে নিন। ডিজাইন করা ট্রেসিং পেপারটি ওড়নার উপর বিছিয়ে নিন। এবার ট্রেসিং পেপারটির ডিজাইনের উপর সুঁচ বা পিন দিয়ে ছিদ্র করে নিন। বাটিতে কেরোসিন তেল ও জিঙ্ক অক্সাইড মিশিয়ে নিন। এক টুকরো কাপড় কেরোসিন তেলের মধ্যে ভিজিয়ে রাখুন। কাপড়ের টুকরায় জিঙ্ক অক্সাইড নিয়ে ট্রেসিং পেপারের উপর ঘসুন। ট্রেসিং পেপারটি তুলে ছাপটি দেখে নিন। কিছু লাল পুতি নিন এবং ডিজাইনে বসান। এই ভাবে ওড়নায় কারচুপির কাজ শেষ করুন।

২৯

পাঞ্জাবিতে কাজ করা

সাধারণত পাঞ্জাবিতে দুইভাবে কাজ করা যায়। যেমন–

১. সরাসরি পাঞ্জাবির কাপড়ে। আর

২. অন্য একটি কাপড়ে কাজ করে পাঞ্জাবিতে বসিয়ে কাজ করা যায়।

পাঞ্জাবির তিনটি অংশে কাজ করা হয়। যেমন– কলারে, গলায় ও হাতায়।

পাঞ্জাবির কলারে কাজ করা

পাঞ্জাবিতে সাধারণত দুই ধরনের কলার হয়ে থাকে। যেমন– ব্যান্ড কলার প্লেট ও সোজা কলার প্লেট। পাঞ্জাবিতে বিভিন্ন সাইজের বা মাপের কলার তৈরি করা হয়। যেমন- সাড়ে ষোল, সতের, সাড়ে সাতের, আঠার, সাড়ে আঠার। সাইজ ও ডিজাইন অনুযায়ী কলারে কারচুপির কাজ করে প্লেট তৈরি করে নিন। তারপর কলারের মাপ অনুযায়ী প্লেটটি সেট করে নিন।

পাঞ্জাবির গলায় কাজ করা

পাঞ্জাবির গলায় সাধারণত দুই ধরনের কাজ করা হয়। যেমন– সিঙ্গেল প্লেট ও ডাবল বা বক্স প্লেট। পাঞ্জাবির সাইজ অনুযায়ী গলার মাপ তৈরি করে নিন। যেমন- দশ, সাড়ে দশ, এগার, সাড়ে এগার, বার। কলারের নিয়ম অনুযায়ী পাঞ্জাবির গলায় প্লেট তৈরি করে নিন। এবার গলার মাপ অনুযায়ী কারচুপির কাজ করে প্লেটটি সেট করে নিন।

পাঞ্জাবির হাতায় কাজ করা

পাঞ্জাবির হাতায় দুইভাবে কাজ করা যায়। যেমন– চিকনপাড় ও চেইনের লাইন করে মাঝে মাঝে বুটা। পাঞ্জাবির সাইজ অনুযায়ী হাতার মাপ তৈরি হয়। যেমন- ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫ ইত্যাদি। পাঞ্জাবির হাতার মাপ অনুযায়ী ডিজাইন মতো কারচুপির কাজ করে নিন। পাঞ্জাবিতে কারচুপি কাজ করার ধাপগুলি নিছে আলোচনা করা হল।

১. পাঞ্জাবির কাপড়টি একটি মোটা কাপড়ের উপর বিছিয়ে নিন।
২. কাপড়ের উপর নকশা করা ট্রেসিং পেপারটি বিছিয়ে নিন।
৩. বাটিতে কেরোসিন তেল ও জিঙ্ক অক্সাইড মিশিয়ে নিন।
৪. এক টুকরো কাপড় কেরোসিন তেলের মধ্যে ভিজিয়ে রাখুন।
৫. কাপড়ের টুকরায় জিঙ্ক অক্সাইড নিয়ে ট্রেসিং পেপারের উপর ঘসুন।
৬. ট্রেসিং পেপারটি তুলে ছাপটি দেখে নিন।
৭. ডিজাইন অনুযায়ী পাঞ্জাবিতে কারচুপির কাজ করুন।
৮. বিভিন্ন রঙের সুতা ব্যবহার করে কারচুপির কাজ শেষ করুন।

৩০